শিকারী
যুথিকা বড়ুয়া

(তিন)

এ্যন্থনির সাথে লিলির প্রথম দেখা হয়, বান্ধবী সুলোচনার ম্যারেজ ইউভার্সারিতে। সেদিন সন্ধ্যে থেকেই সুবর্ণের ঝাঁড়বাতির ঝিকিমিকি আলোর কণার সুসজ্জিত সাজে মেতে ওঠে, আলো আঁধারির খেলা। প্রচুর আয়োজন। বিরাটাকারে বিস্তৃত টেবিল জুড়ে সাজানো ছিল সুস্বাদু বিভিন্ন খাদ্যসম্ভার। ক্রমান্বয়ে শুরু হয়, চমকপ্রদ প্রসাধনের বাহার ছড়িয়ে, আতরের গন্ধ উড়িয়ে, মুক্তাঝরা হাসির ফোয়ারা তুলে বাহুবেষ্টিত যুগলবন্দী কপোত-কপোতীর পালা করে আগমন। কথোপকথনের গুঞ্জরণ। বেশ আনন্দোৎচ্ছলসমারোহে ছেয়ে গিয়ে সৃষ্টি হয়, এক মনোরম রোমাঞ্চকর পরিবেশ। সেইসঙ্গে ছিল স্যাম্পেন, হুইস্কি আর সফ্‌ট ড্রিংক্স। এছাড়াও আমন্ত্রিত অথিতিদের মনোরঞ্জনের জন্য বসেছিল সহেলিদের লাস্যভরা নৃত্য-গীতের আসর। চলছে অপূর্ব সঙ্গীতের মূর্ছনা। সবাই মশগুল হয়ে আছে। ইতিমধ্যে এ্যন্থনি লরেন্সের সন্ধানি চোখের দৃষ্টি ওর প্রতিটি মুভমেন্টের সঙ্গে চড়কির মতো ঘুরতে ঘুরতে একসময় তীরের মতো ছুটে গিয়ে বিদ্ধ হয়, লিলির উর্দ্ধাংশের অনাবৃত নরম মসৃণ শুভ্র বক্ষের মধ্যস্থলে। এ্যন্থনির হাতে ছিল হুইস্কির গ্লাস। ক্ষীণ পায়ে নৈঃশব্দে লিলির সন্নিকটে এগিয়ে এসে লিলির গা-ঘেষে দাঁড়িয়ে হাতের কনুই-এর সংস্পর্শে অনুভব করছিল, নারীর কোমল অঙ্গের উষ্ণ অনুভূতি। গল্পে এতোটাই মত্ত হয়ে ছিল যে, সেদিকে ভ্রুক্ষেপই ছিলনা লিলির। হঠাৎই পুরুষালি দেহের এক অন্যতম অনুভূতি এবং নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের উগ্রগন্ধ্যে ও' চমকে ওঠে। পিছন ফিরেই দ্যাখে, মাথায় পাগড়িপড়া সুঠাম সুদর্শণ মার্জিত চেহারার এক তরুণ যুবক সহাস্যে মুগ্ধ বিস্মিত চোখের দৃষ্টি মেলে ওর মুখপানে পলকহীন নেত্রে চেয়ে আছে। চোখের পাতা পর্যন্তও পড়ছে না। তার দুইবাহু ভর্তি তৃণের মতো পশম। গালের দু'পাশে সুসজ্জিত দাড়ি এবং সর্বোপরি পুরুষোচিত চেহারা এবং মিশ্রব্যক্তিত্বের এক অন্ধ আকর্ষণে মায়াবী পরীর মতো সুদর্শণা লিলির রক্তগোলাপ ঠোঁটের কোণায় চকিতে হাসির ঝিলিক দিয়ে ওঠে। মহলের মধ্যস্থলে ঝুলন্ত ঝাঁড়বাতিটার ঝিকিমিকি আলোয় সেদিন ওকে আরো উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। আর তখনিই এ্যন্থনি লরেন্স দৃঢ়ভাবে নিশ্চিত হয়, চিড়িয়া ফেঁসে গেছে। আজ ওর বর্শিতে গেঁথে গেছে একটা দামী মাছ। কেল্লাফতে। গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে সকৌতূকের হাসি ফুটিয়ে সৌজন্যমূলক আলাপচারিতায় এ্যন্থনির প্রথম প্রশ্ন, -'আর ইউ ম্যারেইড্?'

সলজ্জে মুচকি হেসে মাথা নেড়ে লিলি বলল,-'ওঃ নো! আই এ্যাম নট্?'

সেদিন সহজ সরল নিস্পাপ মনা লিলি কি ভেবেছিল, ঐ সৌজন্যমূলক হাসিটুকুই একদিন ওর জীবনে এতবড় বিপদ ডেকে আনবে!
ভদ্রতা, সততা ও নৈতিকতার সিঁড়ি বেয়ে এ্যন্থনি লরেন্স অনায়াসেই পৌঁছে যায় লিলির হৃদয় দ্বারে। তারপর ওর অন্তরের অন্তঃপুরে। যার ইশারায় একটানা ন'মাস কাঠপুতুলের মতো নেচেছিল লিলি। যাকে ভালোবেসে মন-প্রাণ উজার করে ঢেলে দিয়ে মনে মনে স্বামীরূপে গ্রহণ করেছিল। যাকে ওর হৃদয়পদ্মে দেবতার আসনে বসিয়ে স্বেচ্ছায় সঁপে দিয়েছিল স্বামীর পূর্ণ অধিকার। যার নাম সন্দীপ রায়। ওরফে এ্যন্থনি লরেন্স, বির্জু সিং, মুহম্মদ জামাল। যাকে এশিয়ান বলে কোনদিন মনে হয় নি। অথচ সে ভারতীয়। একজন খাঁটি বাঙালী। যার আঁখেড়া ছিল দেশ-বিদেশের অলিতে গলিতে, পৃথিবীর সর্বত্রই।

সন্দীপ কখনোই স্থায়ীভাবে এক জায়গায় বসবাস করে না। প্রতি ন'মাস অন্তর ওর ডেরা বদলায়। আর সেখানেই চলে ওর রাজত্ব। ছলা-কলা-কৌশলে, বুদ্ধির চাতুর্য্যে প্রাইভেট ফার্মের ছোট চাকরি থেকে জেনারেল ম্যানেজারের পদ অনায়াসে হাসিল করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা তার জন্য ছিল বাচ্চা ছেলের হাতের মোয়া। কখনোবা টেলিফোন অপারেটর থেকে চিফ্ অফিসার। সেই সঙ্গে পরিবর্তিত হয় তার চেহারা, বেশভূষা এবং নামের পদবীটাও! যার অন্তরালে সাপের খোলসের মতো এক পৈশাচিক অমানবিক আত্মায় রূপান্তরিত হয় সন্দীপ রায়। যখন মনুষ্য শিকারের সন্ধানে লোভ লালসার জ্বাল বিছিয়ে সহজ সরল কচি সুদর্শণা যুবতী মেয়েদের মোটা বেতনের চাকরি, লাক্সারী গাড়ি-বাড়ি, অভাবনীয় আরাম-আয়েশের জীবনের প্রলোভনে ওদের কব্জা করবার প্রচেষ্টায় হায়নার মতো হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায় রাজ্যের বিভিন্ন নীরব নির্জন নিড়িবিলি এলাকায়। আর কার্য সিদ্ধি হলেই সন্দীপ রায়ের পোয়া বারো। ওর শিকারের প্রাথমিক পদ্ধতি হলো, উদার

মনোভাব ও সদাচারে মহান ব্যক্তিত্বের পরিচয় প্রমাণিত করে মাসুম মেয়েদের অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস জোগানো। যার অনিবার্য কারণে প্রথম পরিচয়েই বন্ধুত্বে পরিণত হওয়াটাও ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে ঘনিষ্ঠতা, হৃদ্যতা। কখনো বা চমকিত বিজলীর আলোর মতো বাঁকা চোখের ইশারায় রহস্যাবৃত হাসির ঝিলিকে চুম্বকের মতো আর্কষণে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হয়ে দিনের পর দিন চলতে থাকে গোপন অভিসার। ভালোলাগা আর ভালোবাসার নাটক। প্যায়ার, ইস্ক, মহব্বত। অবশেষে জানায় বিবাহের প্রস্তাব। আর তখনই নীরিহ দুর্বল যুবতী মেয়েরা মিথ্যে বিবাহের সম্মতি দিয়েই ব্যাভিচারী ও ধূর্ত সন্দীপের শিকার হয়ে অচীরেই পতিত হয় নিরাপত্তাহীন, গন্তব্যহীন, অনিশ্চিত জীবনের এক ভয়াবহ অন্ধকার গুহায়। যখন অমানবিক এবং পৈশাচিক আচরণে গভীরভাবে লিপ্ত হয়ে, দৈহিক ক্ষুধা মিটিয়ে বাসররাতের গহীন নিশীথে স্বামী বনাম ধূর্ত অসামী সন্দীপ রায় ঐ মাসুম মেয়েদের অজ্ঞাতসারে ঘুমের বড়ি সেবনে নিদ্রাবস্থাতেই গুপ্তচরের সহায়তায় ওদের সঁপে দেয়, আরব দেশের রাজা বাদশাদের হাতে। দয়া-মায়াহীন অত্যাচারী পাষন্ডদের হাতে। সেই সঙ্গে পাচার করে, তোলা তোলা হীরা-জহর, মণী-মুক্তোও। যার বিনিময়ে সন্দীপ রায় উপার্জন করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা। হাজার হাজার ডলার, পাউন্ড।

কিন্তু লিলির বেলায়তেই ঘটে যায় সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। যা কখনো স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি সন্দীপ। অত্যন্ত চমকৃতভাবে বিবাহের রাতেই লিলি আবিস্কার করতে সক্ষম হয়, এ্যন্থনি লরেন্স একজন স্মাগ্লার, ফ্রড্, ধূর্ত। দেশে-বিদেশে মেয়ে পাচার করে। এসবই ওর ব্যবসা।

কিন্তু বিয়ে বলে কথা। ছেলে খেলা নয়। দু'টি নর-নারীর পবিত্র ভালোবাসার অনিবার্য পরিণতি। দু'টি আকাঙ্ক্ষিত হৃদয়ের মধুর সঙ্গম। একান্ত নিবিড় নিঃভৃতে সংগোপনে পরশে পরশে উষ্ণ উত্তাপে দু'টি মাংসল শরীর একাকার হয়ে মিশে যাওয়া। এ তো নতুন কিছুই নয়। আবহমানকালের নারী-পুরুষের চাওয়া-পাওয়ার এক চিরন্তন খেলা। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই তার যৌবনের প্রারম্ভকাল থেকেই এক পুলক জাগা শিহরণে আকুল হয়ে অপেক্ষা করে থাকে, জীবনের পরম আকাঙ্ক্ষিত এই শুভ দিনের শুভ মুহূর্তটির জন্য।

তেমনি লিলিও কত না স্বপ্ন ওর দু'চোখে এঁকে রেখেছিল। কত আশা নিয়ে গোধূলির শুভ লগ্নের শুভ ক্ষণের জন্য অপেক্ষা করে বসেছিল। অথচ রীতি-নীতি অনুসারে সামাজিক বিয়ের কোনো আয়োজনই নেই! বাজনা বাজজে না, সানাই বাজজে না! পরিচিত বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন আশে-পাশে কেউ নেই। চারদিকে শুধু শ্মশ্বান পুরীর মতো নিঝুম রাত্রির নিস্তব্ধতা।

অজানা আশঙ্কায় বুকটা ধুক্‌ধুক্ করে কাঁপতে থাকে লিলির। যেন কার শ্রাদ্ধ হচ্ছে। বিশ্বজুড়ে প্রতিটি মানুষ যেন মৌনমনে শোক পালন করছে। অথচ সে যে কত নিষ্ঠুর পরিণতির পূর্বাভাষ, তখনও ওর মনের মধ্যে চৈতন্যোদয়ই হয় নি।

সন্ধ্যে থেকে একটানা গভীর নিস্তব্ধতায় ডুবে থেকে একসময় হঠাৎ ওর কর্ণগোচর হয়, টেলিফোনটা বারবার রিং হচ্ছে, কিন্তু কেউ পিক্ করছে না। হঠাৎ এ্যন্থনি কোথা থেকে আর্বিভূত হয়ে ফিস্‌ফিস্ করে কি যেন বলে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ইত্যবসে নামাবলি ধারণকৃত একজন পুরোহিত মহাশয় উৎকণ্ঠিত হয়ে বলতে থাকে,-'ইয়ে সাধী হ্যায়, না বরবাদী? বাড়ির লোকজন সব গেল কোথায়? অউর দুলহার তো কোনো পাত্তাই নেই! কামাল হ্যায়!' বলতে বলতে সেও অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

এদিকে সুগন্ধি ফুলের গহনায় সুসজ্জিত বধূবেশে লিলি ক্রমশ অস্থির হয়ে ওঠে। ডাঙ্গায় ওঠা মাছের মতো ক্রমাণ্বয়ে ছট্‌পট্ করতে থাকে। -হে ভগবান, ইয়েতো সচ্‌মুচই বরবাদী মনে হচ্ছে! গেল কোথায় এ্যন্থনি? আভি তো এহিই থি!'

তিনতলা বাড়ি। চারদিক নীরব নিস্তব্ধ। কোথাও কারো আওয়াজ নেই। একটা ইঁদুর আরশোলারও শব্দ হচ্ছে না কোথাও। ক্রমশ সন্দেহের দানা বাঁধতে শুরু করে লিলির। চাপা উত্তেজনায় পালঙ্ক ছেড়ে নেমে এসে দরজার গোড়ায় গিয়ে দাঁড়ায়। গলা টেনে জানালায় উঁকি ঝুঁকি দিয়ে দ্যাখে, বাইরে বারান্দার বিজলীবাতিটা ক্ষীণ মৃদু আলোয় জ্বলছে। আশে-পাশে কেউ কোথাও নেই। মনে হচ্ছে, যেন একটা গুদামঘর। ওর দম আঁটকে আসছে।

হঠাৎ ঘরের দরজাটা দ্রুত খুলতে গিয়ে টের পায়, ওকে বন্দি করে রাখা হয়েছে। দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। তালা দেওয়া। কিন্তু কেন? কিসের জন্য? চায় কি এ্যন্থনি? সবই কি ওর পূর্বপরিকল্পিত? ষড়যন্ত্র? তবে কি এ্যন্থনি বিশ্বাসঘাতকতা করল ওর সাথে?

হাজার প্রশ্নের ভীড়ে বিচলিত হয় লিলি। তবু ওর মন মানে না। বিশ্বাসই হয় না। ভালোবেসেই তো এ্যন্থনি ওকে বিয়ের প্রোপোজালটা দিয়েছিল। বলেছিল, ওকে রাজরানী করে রাখবে। হৃদয় নামক ওর বিশাল সাম্রাজ্যের সাম্রাজ্ঞী করবে। না, না, ও' কখনো বেইমানী করবে না। জরুর কোই মুসিবতে ফেঁসে গিয়েছে এ্যন্থনি। লেকিন দরওয়াজা বন্ধ কেন? ওকে কেন বন্দী করে রেখেছে?

ভাবতে ভাবতে কেটে যায় কয়েক প্রহর। কারো কোনো সাড়া শব্দ নেই। সময় ক্রমশ অহিবাহিত হতে থাকে। চারিদিকে গভীর অন্ধকারে ছেয়ে যেতেই লিলি চিৎকার করে ওঠে, -'দরওয়াজা খোলো! এ্যন্থনি তুম কাঁহা হো? দরওয়াজা খোলো!'

ইতিমধ্যে টেলিফোনটা ঝন্‌ঝন্ করে বেজে উঠতেই দরজায় আড়ি পেতে থাকে লিলি। - 'হ্যাঁ হ্যাঁ আমি সন্দীপ বলছি! গুরু, মাল আভি তক্ নেহি পঁহউচা! আউর সর্দারজী ভি! জী হাঁ, লন্ডিয়াভি নাকাবন্দি হ্যায়! জায়েগি কাঁহা! ওো মেরে কব্জেমেই হ্যায়!'

অপ্রত্যাশিত কথাগুলি শুনে মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়ল লিলির। এ কি শুনলো ও'? জীবনের চরম মুহূর্তে কি না এতবড় ধোকা। ভালোবাসার নাটক রচিয়ে এ্যন্থনি ওর সাথে এতবড় বিশ্বাসঘাতকতা করলো! ও'কে আমাকে প্রতারণা করলো!

ক্ষোভে, দুঃখে-অপমানে জর্জরিত লিলি মুহূর্তের জন্য ভারসাম্য হারিয়ে মানসিকভাবে অত্যন্ত ভেঙ্গে পড়ে। জীবনে এক অভিনব আনন্দের একটা তীব্র অনুভূতি জাগ্রত হবার পূর্বেই কোমল হৃদয়কে ওর ভেঙ্গে চৌচির করে দিলো। অনুভব করে, পায়ের নিচের মাটিটা যেন সরে গেল। শরীরের সমস্ত অনু-পরমানুগুলিও যেন ক্রমশ অসার হয়ে আসছে। ভাটা পড়ে যায় ওর প্রেম যমুনায়। সম্মুখেই যেন চোরাবালির চড়। আতঙ্কে শিউড়ে ওঠে। বিড়বিড় করে বলে, -'মাল, কিসকা মাল? ক্যাসা মাল? কৌন সর্দারজী? ও' কেন আসবে এখানে? হে ভগবান, এ আমায় কোন্ পরিক্ষায় ফেলে দিলে তুমি!'

লিলি বুদ্ধিমতী ও সহনশীল মেয়ে। সহজে ভেঙ্গে পড়ার নয়। মনে মনে বলল,-'বাপ কো ভি বাপ হ্যায় এ্যন্থনি! আজতক্ স্রিফ্ বিল্লিই পাকড়াও কিয়া তুমনে! আব দেখ্‌না, খেল্ ক্যাসে খতম করুঙ্গী ম্যায়!'

সত্যিই হলো তাই। হঠাৎ মেসেজ আসে, পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক। বিপদ অবশ্যম্ভাবী। নিরাপদ নয়। সীমান্তের চারিধারে পুলিশ টহল দিচ্ছে। ওরা যে কোনো মুহূর্তে ধরা পড়ে যেতে পারে। সর্দারজী বাপস চলে গেছে।

সংবাদটি শুনে টেনশন আরো বেড়ে গেলেও লিলির মতো একজন সুন্দরী যুবতী নারী দেহের গন্ধে ও ভোগের লালসায় ক্ষুধার্ত হায়নার মতো সন্দীপকে ক্রমশ ধাবিত করতে থাকে। অবশেষে একটা হুইস্কির বোতল নিয়ে অবিলম্বে ঢুকে পড়ে লিলির ঘরে। অথচ এ্যন্থনি একজন ফ্রড্ চরিত্রহীণ নির্দয় নিষ্ঠুর জেনেও লিলি অমত করল না। বাঁধাও দিলো না। বিনা মন্ত্র উচ্চারণেই বধূবেশে যুগলবন্দি হয়ে বাসররাতের খেলাঘরে নিজেকে উজার করে ঢেলে দেবার উন্মাদনার অভিনয়ে গভীর ভাবে মেতে ওঠে। শুধু অপেক্ষা করেছিল সুযোগের। আর সেই সুযোগে ওর সুকোমল যৌবনের নেশায় অমানবিকভাবে পৈশাচিক আচরণে গভীরভাবে লিপ্ত হয়ে কামনা নদীর অতল তলে ডুবে যেতেই এ্যন্থনিকে ব্রান্ডির সাথে কড়া ডোজের ঘুমের ঔষধ খাইয়ে, অচৈতন্যে বেহোঁশ করে ওর বৈষয়িক সম্পত্তির সমস্ত ডকুমেন্ট, টাকা-পয়সা, দামী গহনা এক এক করে সব হাতিয়ে নিয়ে চেয়েছিল, এ্যন্থনিকে সর্বস্বান্ত করে ওর ঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে। ও'কে প্রমাণসরূপ পুলিশের হাতে তুলে দিতে। ওকে ভিক্ষীরি করে পথে বসিয়ে দিতে। কিন্তু লিলি তা পারেনি। পারিনি চুরি-ডাকাতি করে রাতারাতি এ্যন্থনির ঘর ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে নিরুদ্দেশ হতে। উল্টে নিজের ভাগ্যকে বাজী রেখে ঘরের আলো নিভিয়ে, টেলিফোনের সমস্ত কানেকশান্ অফ্ করে, দরজায় খিল দিয়ে সারারাত অন্ধকার ঘরের কোণে চুপটি করে বসেছিল, ওর হৃদয় কম্পিত ভয়াবহ দূর্ধর্ষ্য রহস্যের জ্বাল উন্মোচন করার জন্য। এ্যন্থনির সত্য উদ্ঘাটনের জন্য।

অথচ নিজে প্রতারিত, অপমানিত এবং নিগৃহীত হয়েও সর্বনাশা ভালোবাসাই অবরোধ করে বসে ওর পলায়নের পথ। শুধু তাই নয়, নারীজাতির কলঙ্ক থেকেও ওকে মুক্ত করলো, রক্ষা করলো। হয়ত নারী বলেই! ওর হৃদয় বড়ই কোমল, উদার! ওযে নিয়তির কাছে আত্ম সমর্পিত, নিমোজ্জিত এবং বিসর্জিত।

লিলি সিদ্ধান্ত নেয়, নারীর পূর্ণ সত্ত্বা দিয়ে, ওর হৃদয় নিংড়ানো অকৃত্রিম ভালোবাসা দিয়ে, প্রেমের পরশ দিয়ে, সঙ্গ দিয়ে, সেবায়-যত্নে সন্দীপকে, ওরফে এ্যন্থনিকে এ নরক থেকে ফিরিয়ে আনবে, ওকে মুক্ত করবে। ওকে সুশীলসমাজে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করবে।

ভাবতে ভাবতে আপন মনেই স্বগোতক্তি করে ওঠে লিলি,-তোমায় যে মনে-প্রাণে ভালোবেসেছি দ্বীপ! তোমায় একান্তআপন করে কখনো না পেলেও আমাদের প্রথম দেখার সেই বর্ণনাতীত ভালোলাগার অম্লান স্মৃতিটুকুই যে জড়িয়ে আছে আমার অদৃশ্য অনুভূতিতে। যা গেঁথে আছে মূল্যহীন অবাঞ্ছিত ভালোবাসার গভীর বন্ধনে। অথচ তা কখনোই ছিন্ন করা যাবে না। এ এমনিই এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধন। এক অনবদ্য প্রেমের পাণ্ডুলিপি। তুমি যে আমার হৃদয়ের পুরোটাই দখল করে নিয়েছ! আমায় ভালোবাসো না জেনেও, গ্রহণ করবে না জেনেও তোমায় একেলা ছেড়ে পারিনি চলে যেতে! পারিনি তোমায় সাজা দিতে! নাইবা পেলাম স্ত্রীর পূর্ণ মান-মর্যাদা, পূর্ণ আধিপত্য! তবু মন-প্রাণ শরীরের সমস্ত অনুভূতি দিয়েই একান্তে নিভৃতে অনুভব করবো, তোমার উপস্থিতি! তোমার আবেগাপ্লুত প্রেমের মধুর স্পর্শ! আর তখনই গভীরভাবে ডুবে যাবো সুখের অতল গহ্বরে! কিন্তু এতবড় অসম্ভবকে সম্ভব করা কল্পনায় যতটা সহজ, বাস্তব ততটাই কঠিন!

(চার)

রাত পোহাতেই এ্যন্থনি টের পায়, ওকে ফাঁকি দিয়ে খাঁচার পাখী উড়ে পালিয়েছে। ওর শিকার উধাও। ওর সমস্ত মাল কড়ি সাফাই করে রাতের অন্ধকারেই হাওয়া হয়ে গিয়েছে। কিন্তু গতরাতে লিলিকে প্রেমালিঙ্গনে বেঁধে নিতেই ওকে সোহাগ করে একগ্লাস শরবত পান করতে দিয়েছিল। তারপর আর কিছুই মনে পড়ছে না এ্যন্থনির। লিলিও বেপাত্তা। তিনতলা ফ্ল্যাটের কোথাও নজরে পড়ছে না। কিন্তু এমন ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতে লিলি গেল কোথায়?

উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে তিনতলার উপরে নিচে, এহর ওহর, ঘরের প্রতিটি কোণায় কাণায় সব জায়গায় সন্দীপ তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকে। হঠাৎ লিলিকে সিঁড়ির গোঁড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চমকে ওঠে। তবু বুঝতে দিলো না। নিজের পুরুষত্ব বজায় রেখে বলল, -'গতকাল সারারাত কোথায় ছিলে লিলি?'

লিলি কটাক্ষ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। ওর চোখদু'টোতে যেন আগুন জ্বলছে। এ্যন্থনির আপাদমস্তক নজর বুলিয়ে কটাক্ষ করে বলল,-'ছিঃ সন্দীপ ছিঃ, তুমি এতখানি নিচে নেমে যাবে, কভি সোচা নেহি! দূর হয়ে যাও মেরি নজরোসে!'

সন্দীপ তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে। চোখমুখ বিকৃতি করে তেড়ে এসে বলে,-'ছুড়ি, আমার এতবড় লোকসান করে আবার লেকচার দিচ্ছিস তুই!'

উত্তেজনায় থর্‌থর্ করে গা কেঁপে উঠলেও নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে লিলি। তবু সহ্যের বাঁধ ভেঙ্গে সজোরে বলে ওঠে,-'চিল্লাও মত্! ধোকেবাজ হো তুম! ফ্রড্ হো তুম! মুঝে সব কুছ মালুম হো গয়া! তোমার মুখোশ আমি খুলে দেবো! থানায় গিয়ে ডাইরী করবো! ভেবেছটা কি!'

বড়বড় চোখ মেলে তাকায় সন্দীপ। কিছুক্ষণ থেমে একটা ঢোক গিলে সামান্য নরম হয়ে ফ্যাস্ ফ্যাস্ শব্দে বলল,-'কি, কি মালুম করেছিস? কি জানিস তুই?'

-'মুখ সামলে বাত করো এ্যন্থনি! বিবি না সই, কমসে কম এ্যাক অউরতকে নাতে কুছতো শরম করো, ইজ্জত করো! আপনে বারেমে শোচ! বতাও, ওলোগ কৌন থি? ক্যায়া মাঙ্গ রহি থি? কিউ আনেওয়ালে থি কালরাত?'

আমতা আমতা করে তো তো স্বরে সন্দীপ বলল,-'দ্যাট্'স মাই বিজিনেস্! হু আর ইউ? নো রাইট্ টু ইন্টারফেয়ার ইন মাই বিজিনেস!'

-'আচ্ছা, তো এহিই হ্যায় আপকা সাইড্ বিজনেস্! মুঝে ইতনি বড়ি ধোকা, ইতনি বড়ি সাজা! কিঁউ দিয়া তুমনে? বতাও কিঁউ দিয়া তুমনে?'

অট্টহাসি সন্দীপের। বলে,-'হুঁম্, ছন্নছাড়া জীবন আমার! ধান্দা করে খাই! মেয়েছেলে নিয়ে সংসার করবো, ভাবলি কি করে! প্যায়ার বেয়ার ওসব মামুলি চিজ্! বেকার কি বাত! ওতে রুপিয়া আসবে না, বুঝলি? দফা হয়ে যা ইঁহাসে!'

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল লিলি। ক্রোধ সম্বরণ করতে পারল না। ক্ষোভে দুঃখে অপমানে সন্দীপের গায়ের ওপর আঁছড়ে পড়ে শক্তহাতে ওর জামা খিঁচে ধরে বলে,-'তাহলে কেন ভালোবাসার নাটক করেছিলে বলো? কেন মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে এখানে আমায় নিয়ে এসেছিলে? বলো দ্বীপ বলো! কি ক্ষতি করে ছিলাম তোমার?'

-'আঃ, প্যান্ প্যান করিস না! জাহান্নামে যা, ছাড়, ছাড় বলছি!'
বলেই লিলির হাত চেপে ধরে সন্দীপ। লিলিও নাছোরবান্দা। শুরু হয় হাতাহাতি, ধস্তাধস্তি। সন্দীপ পা তুলে লাথি মারতেই লিলি ছিটকে পড়ে যায় মাটিতে। উঠে দাঁড়িয়ে বলে,-'তুমি কি রেহাই পাবে ভেবেছ! ভান্ডা ফোঁড় দুঙ্গি ম্যায়! মুঝে সবকুছ মালুম হ্যায়! মুঝে কোই পরোওয়া নেহি! পুলিশকো সব বতা দুঙ্গী ম্যায়!' বলেই উত্তপ্ত মেজাজে সিঁড়ি বেয়ে দোতলার ঘরে চলে যায় লিলি।

কিছুক্ষণের জন্যে হতভম্ভ হয়ে যায় সন্দীপ। আজ বেকায়দায় নিজেই নিজের জালে ফেঁসে গেল। পড়ে যায় বিপাকে। উভয় সংকট ওর। আগে-পিছে দুদিকেই পথ বন্ধ। মুক্তির উপায় নেই। চেয়েছিল, এক ঢিলে দুইপাখী শিকার করবে। কিন্তু তা আর হলো না। খেল ওখানেই খতম হয়ে গেল সন্দীপের। ওর মতো একজন ধূর্ত নির্দয় নিষ্ঠুর মানুষকে কথায় তীর ছুঁড়ে বেমালুম কাবু করে ফেলল লিলি। অগত্যা, নিজের অপরাগতার কারণে লিলির কাছে পরাস্ত হয়ে শামূকের মতো নিজেকেই গুটিয়ে ফেলে সন্দীপ। মুখে রা নেই। প্রতিবাদ নেই। দিনের শেষে সূর্য্য ডোবার পর অন্ধকার ঘনিয়ে এলেই বাধ্যতামূলক স্বামী-স্ত্রীর মতোই দুজনে বসবাস করতে লাগলো। আর সন্দীপ ছিনিয়ে নেয়, স্বামীত্বের পূর্ণ অধিকার। লিলিও সামাজিক ও পারিবারিক রীতি অনুসারে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ না হয়েও ওর পবিত্র ভালোবাসাকেই সাক্ষী রেখে নিজেকে সর্বান্তকরণে সঁপে দেয় স্বার্থান্বেষী সন্দীপের একান্ত কামনার জলন্ত অগ্নিকুন্ডে। অথচ লিলি যখন সন্তানসম্ভবা, ও তখনই বেঁকে বসে। নির্দিধায় অস্বীকার করে লিলির গর্ভে সর্ন্তপণে লালিত ওর ভালোবাসার ফসলকে। ওর অনাগত নিস্পাপ সন্তানকে। বলে,-'এ পাপ আমার নয়! গিরা দে! মার ডাল উসে!'

লিলির হাতে হাজার ডলারের একটা নোটা গুঁজে দিয়ে বলে,-'প্যাসা চাইয়ে? লে প্যাসা লে! মেরা পিছা ছোড়!'

লিলি নাছোড়বান্দা। কড়োজোরে অনুনয় বিনয় করে বলল,-'কেন এ্যাসী বাত বলছ দ্বীপ! ম্যায় তো তুমহারি-ই হুঁ না! ইয়ে বাচ্চা ভি তুমহারি হ্যায়! হামারি প্যায়ার কি নিশানি!'

-'আঃ, তং করিস না! ভাগ এহাসে! আই সেইড্ গেট্ আউট!'

গর্জে ওঠে সন্দীপ। পাষান হৃদয় ওর। কোনভাবেই গলবার নয়। ওকে যে কোন্ ধাতূ দিয়ে বিধাতা গড়েছিলেন, এতটুকু করুণা, দয়া-মায়া, আবেগ-অনুভূতি কিছুই নেই ওর শরীরে। সবই কচুপাতার জলাবদ্ধের মতো ক্ষণস্থায়ী। ওর মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়াই ঘটতে দেখা যায়না। লিলিও হার মানার পাত্রী নয়। বড্ড শক্ত মেয়ে। এসেছিল একটা বিহীত করতে, সমাধান করতে, সন্দীপের সাথে একটা বোঝা পোড়া করতে, সমঝোতা করতে। অথচ ও' গ্রাহ্যই করল না। উল্টে দিনে-দূপুরে ষ্টোরের এতগুলো মানুষের সম্মুখেই অমানবিক ও কান্ডজ্ঞানহীনভাবে ওকে বেইজ্জত করলো। গলা ধাক্কা দিয়ে ওকে অফিস ঘর থেকে বের করে দিলো। কিন্তু অবহেলিত, প্রবঞ্চিত, নিগৃহীত লিলির চোখে যে আগুন জ্বলতে দেখেছিল, সন্দীপ তাতেই বুঝতে পেরেছিল, এর কিমত ও'কে পাই পাই করে চুকাতে হবে। ঐ আগুনে একদিন ও'কেও জ্বলে পুড়ে দগ্ধ হতে হবে।

লিলি সুশিক্ষিতা, রুচীশীল, বুদ্ধিমতী, ধৈর্য্য ও সহনশীলা মেয়ে। মা-বাবার মুখে চূণকালী ঘসে দিয়ে যেদিন অন্ধ ভালবাসায় সন্দীপের হাত ধরে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিল, সেদিন থেকে কখনো পিছন ফিরে তাকায় নি। হার মানার পাত্রী সে নয়। ও' মুখ খুললেই সন্দীপের নির্ঘাৎ হাজত বাস। হয়তবা যাবজ্জীবন কারাদন্ড। কিন্তু ওতো অনেক আগেই পারতো সন্দীপকে ধরিয়ে দিতে। ওর সমস্ত বৈষয়িক সম্পত্তি আত্মসাৎ করে ওকে পথে বসাতে! ওর সম্বন্ধে কুৎসা রটিয়ে ওর উঁচু মাথাটাকে একেবারে হেট্ করে দিতে! অথচ লিলি তা করেনি। কিন্তু কেন? কেন এতকিছু জানবার পরও এতবড় একটা আঘাত নীরবে নির্বিঘ্নে সহ্য করে চলেছে লিলি?

তবে কি সত্যিই ওকে মনে-প্রাণে ভালোবেসেছিল লিলি? সত্যিই কি নিঃভৃতে একান্ত আপন করে ওকে পেতে চেয়েছিল লিলি? দিনের পর দিন প্রতারিত, প্রবঞ্চিত হয়েও সন্দীপের মতো একজন হিংস্র ব্যভিচারি মানুষের কাছে আত্ম সপর্মণ করেছিল লিলি? যাকে হাজার হাজার ডলার আর পাউন্ডের বিনিময়ে অত্যাচারী পাষন্ডের হাতে সন্দীপ নিজেই তুলে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আজ এতসব ঘটনা ঘটে যাবার পরেও কি এখনো ওকে নিয়ে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখে লিলি? ওর সুকোমল হৃদয়ে সন্দীপকে কি ঠাঁই দিতে পারবে কোনদিন? কিন্তু ঠাঁই দেবে কোন্ অধিকারে? কিসের জোরে? কোন্ সূত্রে? ওতো বিয়েই করেনি লিলিকে! তা'হলে!

আকাশকুসুম ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ নতুন করে মুগ্ধ ভালোলাগার আবেশ দেহে-মনে ছড়িয়ে পড়ে সন্দীপের। ছুঁয়ে যায় ওর পাষাণ হৃদয়কে। ভিজিয়ে একেবারে নরম করে দেয় ওর অন্তরাত্মাকে। নড়ে ওঠে ওর হৃদস্পন্দন। আবেগের প্রবণতায় মন -প্রাণ ওর মুহূর্তে সজীব হয়ে ওঠে। পুলকিত করে। ক্রমশ টের পায়, এক অভিনব আনন্দানুভূতির তীব্র জাগরণ। এর নামই কি ভালোবাসা! ভালোবাসায় এত সুখ! এত আনন্দ!

খুশীর প্লাবনে হৃদয়ের দুকূল ভরে ওঠে সন্দীপের। সংম্বরণ করতে পারে না। একসময় নিজেই আবিস্কার করে, লিলিকে সত্যিই সে ভালোবাসতে শুরু করেছে। আজ যেন লিলিই ওর জীবনের সব। ওর সুখ, শান্তি, আশা-ভরসা সব। লিলিকে বাদ দিয়ে আজ আর কিছুই ভাবতে পারছে না। মনে মনে সন্দীপ অবাক হয়। ওর এই আবেগ-ইচ্ছানুভূতিগুলি এতকাল কোথায় লুকিয়েছিল!

হঠাৎ অপরাধবোধ উদয় হয়ে অনুতাপ অনুশোচনায় মনকে প্রচন্ডভাবে আন্দোলিত করলো লজ্জিত সন্দীপের। ক্ষণপূর্বের বেদনানুভূতির দংশণে ওকে অত্যন্ত বিচলিত করে তোলে। মনে মনে ভাবল, স্বেচ্ছায় নিজের গুনা কবুল করলে সমস্ত পাপ মুছে যায়। ভগবানও সব মাপ করে দেয়। লিলিতো রক্তে মাংসে গড়া একজন সরল সহজ মহিলা, ওকি কোনদিন পারবে না ওকে ক্ষমা করতে! ওকি পারবে না, ওর অন্তরের নিঃসৃত ভালোবাসা দিয়ে সন্দীপের জীবনকে নতুন করে সাজাতে! একটি সুখের রাজপ্রাসাদ গড়ে তুলতে!

ভাবতেই বিদ্যুতের শখের মতো শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরায় এক অনবদ্য মধুর ভালোলাগা আর ভালোবাসার একটা কোমল নিদারুণ অনুভূতি সঞ্চালন হতে লাগল সন্দীপের। হঠাৎ নতুন উদ্যমে-উৎসাহে একরাশ স্বপ্ন নিয়ে উদ্ভ্রান্ত হয়েই অফিস ঘর থেকে ঝড়ের বেগে উর্দ্ধঃশ্বাসে ছুটে বেরিয়ে আসে বাইরে।

ততক্ষণে ঘন কূয়াশায় ছেয়ে গিয়েছে চারদিক। স্পষ্ট দেখাই যাচ্ছেনা কিছু। আবছা আলো অন্ধকারে হঠাৎ ম্যানেজার এ্যন্থনিকে দেখে আমরা দুজনেই কেঁপে উঠলাম। ভাবলাম, এক্ষণিই বোধহয় চেঁচামিচি শুরু করে দেবে। গালিগালাজ শুরু করবে। কিন্তু না, তা আর হলো না। হলো তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

লিলির সন্নিকটে এগিয়ে এসে সন্দীপ। নরম হয়ে মৃদুস্বরে বলল,-'ঘর চলো লিলি! দেখছ না, অনবরত শিশির পড়ছে! ভুখার হবে যে! এমন ঠান্ডার মধ্যে বসে বসে তোমরা করছ কি এখানে? ওঠো, ওঠো শিগগির!'
বলেই অপরাধির মতো বিষন্ন চোখে তাকায় লিলির মুখের দিকে। ইত্যবসরে আমি চুপিচুপি নৈঃশব্দে সরে এলাম। লিলি তক্ষুণি সাপের ফণার মতো তীব্র কণ্ঠে ফোঁস করে ওঠে। -'আবার কি মতলবে! জরুর কোই নয়া চক্কর চালায়া, হ্যায় না! আব জান বুঝকর দোবারা ধোকা নেহি খাউঙ্গী ম্যায়! চলে যাও ইঁহাসে! মুঝে একেলাই ছোড় দো!'

সন্দীপ সামান্য সড়ে এসে লিলির গা-ঘেষে দাঁড়ায়। লিলির কথায় এতটুকু রাগান্বিত হলোনা। অসন্তুষ্টও হলোনা। সেই প্রথম দেখার উজ্জ্বল দীপ্তিময় চেহারা নিয়ে কিছু বলার ব্যকুলতায় যেন সুযোগ খুঁজজে। প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের

করে অগ্নিসংযোগ করে প্রসন্ন মেজাজে টানতে থাকে। হঠাৎ সচ্চা প্রেমিকরে মতো আবেগাপ্লুত হয়ে অত্যন্ত সাবলীলভাবে বলে ওঠে,-'মুঝসে সাধী করোগী?'

ভিতরে ভিতরে চমকে উঠলেও লিলি নিরুত্তর, নির্বিকার। প্রচন্ড অবাক হয় মনে মনে। কি শান্ত-স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ-নির্মল, অনাবিল মুখ সন্দীপের। ক্রোধের লেশমাত্র নেই। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। এ যেন এক নতুন মানুষ। আগে কখনোই দ্যাখে নি। তবু বিশ্বাস হয় না নিজের কানদু'টোকে। অপ্রত্যাশিত ওর আগমন, ওর প্রেমিকসুলভ আচরণ, ওর উপস্থিতি লিলিকে বেশ কিছুক্ষণ বুদ করে রাখে। মুহূর্ত্যের জন্য কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ সন্দীপের উষ্ণ স্পর্শে ওর আপাদমস্তক চমকে ওঠে। রক্তেরাঙা সাশ্রু নয়নে চোখ মেলে তাকায়। মুক্তোর মতো বিন্দু বিন্দু অশ্রুকণায় চোখদু'টো ওর চিক্‌চিক্ করে ওঠে। ইতিপূর্বে ওর মসৃণ পৃষ্ঠদেশে মৃদু হস্ত সঞ্চালন করে সন্দীপ বলল,-'জানি, অপরাধী আমিই! এর কোন ক্ষমা নেই! কারণে অকারণে তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, আঘাত দিয়েছি। তাই আজ তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই! আমায় ফিরিয়ে দিও না!'

পকেট থেকে একটা ব্ল্যাঙ্ক চেক্ বের বলল,-'নাও, তোমার যত ইচ্ছে টাকার সংখ্যা ভরে নাও। বাধা দেবোনা। স্থাবর অস্থাবর বৈষয়িক সম্পত্তির আজ আমার যা কিছু আছে, সবই তোমার। আমি সর্বান্তকরণে সব তোমাকেই সঁপে দিলাম। আর জীবনের বাকীদিনগুলি যদি তোমায় নিয়ে কাটিয়ে দিতে পারি, নিজেকে ধন্য ও ভাগ্যবান মনে করবো। আর যাই হোক, অন্তত অপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করবার সুযোগটা তো পাবো! তবে প্রতিজ্ঞা করছি, অবিলম্বেই এ পথ আমি বর্জন করবো! বিশ্বাস করো, নিজেকে তোমার মতো করেই গড়ে তুলবো। তোমার মনের মতোই হবো! কথা দিলাম!'

হ্যাঁ না ভালো-মন্দ কোনো মন্তব্যই করলো না লিলি। ডানহাতে চিবুকটা ঠেকান দিয়ে, অশ্রুসিক্ত নয়নে মুখ ফিরিয়ে রাখে। বিষন্ন হয়ে সন্দীপ বলল,-'ওঠো লিলি, ঘর চলো! অবাধ্য হয়েও না, লক্ষিটি! রাত বাড়ছে। অন্তত নিজেকে সুধরে নেবার সুযোগটাও যদি একবার না দাও! দ্যাখো, এক্ষুণি লোকজন সব ভীড় করবে এসে! বিশ্রি একটা কান্ড ঘটে যাবে! সেটা কি ভালো হবে বলো! লিলি, এ্যাই লিলি! মুঝসে বাত নেহি করোগে! ঠিক হ্যায়, হামেশাকে লিয়ে যা রাহা হুঁ ম্যায়! জীবনে কক্ষনো আর তোমার সামনে আসবো না। কক্ষনো না! পারো তো ক্ষমা করে দিও!'

বলে ব্ল্যাঙ্ক চেকটা লিলির হাতে গুঁজে দিয়ে পিছন ফিরে পা বাড়াতেই লিলি ওর পশমাবৃত বুকের মাঝে হুমড়ি খেয়ে পড়ে হু হু করে কাঁন্নায় ভেঙ্গে পড়ে। অপ্রস্তুত সন্দীপ মুহূর্তের জন্য চমকে উঠেছিল। ও'কে সজোরে উষ্ণ বক্ষপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরতেই শান্ত হয়ে আসে লিলির মন-প্রাণ সারাশরীর। ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিস্ ফিস্ করে সন্দীপ বলল,- 'আই লাভ ইউ লিলি, মাই সুইট্ হার্ট! আই লাভ ইউ!'

সন্দীপের পিঠে আলতোভাবে একটা জোরে চিমটি কেটে লিলি বলল,-'হুঁমঃ, লফঙ্গে, বেশরম, ঝুটা কাঁহিকা! তুমনে মুঝে বহত দুঃখ দিয়া!'

ক্ষীণ আলো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দূর থেকে দেখলাম, মান-অভিমানের ইতি টেনে পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে হঠাৎ ঘন কূয়াশার মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেল দু'জনে।

সমাপ্ত

যুথিকা বড়ুয়া : কানাডার টরন্টো প্রবাসী গল্পকার ও সঙ্গীত শিল্পী।

jbarua1126@gmail.com